চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে দুর্ঘটনায় ঝিনাইদহের দুই যুবক নিহত

ঝিনাইদহ থেকে কক্সবাজার বেড়াতে গিয়ে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে দুর্ঘটনায় ঝিনাইদহের দুই যুবক নিহত হয়েছে এছাড়া আরও দুইজনের অবস্থা আশঙ্কা জনক। তাদেরকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শনিবার (৯মে) সকাল ১১টার দিকে চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় যাত্রীবাহী মারসা পরিবহণের দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দূর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে রয়েছে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বাজারগোপালপুর গ্রামের চাঁদ আলী বকসের ছেলে নাইমুর রহমান জিহাদ
(২১) ও একই উপজেলার পোতাহাটী গ্রামের আনোয়ার হোসেনের একমাত্র ছিলে নাঈম (২২)।

নিহত’র খবর নিশ্চিত করে সদর উপজেলার মধুহাটী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলতাফ হোসেন শনিবার বিকালে জানান, জিহাদ ও নাঈমসহ তারা ৮ জনের একটি গ্রুপ ঘুরতে কক্সবাজারে যায়। তাদের বহনকৃত যাত্রীবাহী বাসটি শনিবার (৯ মে) বেলা ১১টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের লোহাগাড়া উপজেলার চুনতি ইউনিয়নের হোটেল ফোর সিজনের সামনে পৌছালে দুর্ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনায় তাদের আরো ৪ বন্ধু গুরুতর আহত হন বলেও ইউপি চেয়ারম্যান আলতাফ হোসেন জানান। নাঈম ছিল সদা হাস্যউজ্জল এক যুবক। তার আকস্মিক মৃত্যুতে গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিশেষ করে নাঈম তার পিতার একমাত্র ছেলে ছিলেন। সদর উপজেলার বাজারগোপালপুর গ্রামের মহিদুল ইসলাম জানান, যুবক নাইমুর রহমান জিহাদ বিজিবির চাকরী করতেন। চাকরীর বয়সও বেশি দিন হয়নি। চাকিরির ট্রেনিং পিরিয়ডে কষ্ট হওয়ায় জিহাদ চাকরী ছেড়ে বাড়ি চলে আসে। তার মৃত্যুতে পরিবারসহ এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঝিনাইদহ সদর থানর ওসি আসাদুজ্জামান জানান, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তিনি নাইমুর রহমান জিহাদ ও নাঈম নামে দুই যুবকের মৃত্যুর তথ্য জানতে পেরেছেন। তাদের বাড়ি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পোতাহাটী ও বাজারগোপালপুর গ্রামে।

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে বাসের ধাক্কায় একই পরিবারের পাঁচজন নিহত

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে একই পরিবারের পাঁচজন নিহত হয়েছেন।গতকাল বুধবার সকালে উপজেলার ফাঁসিয়াখালী ঢাল এলাকার কক্সবাজার-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

মালুমঘাট হাইওয়ে পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহতরা হলেন—কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার বাটিসা এলাকার আমিনুল হকের স্ত্রী ফারজানা মজুমদার লিজা (২৫), আমিনুলের মা রুমেনা বেগম (৬০), বোন সাদিয়া হক (২৪), শাশুড়ি রিজওয়ানা ইসলাম (৫০) এবং শ্যালিকা ফারহানা মজুমদার (২৪)। তাদের মধ্যে সাদিয়া কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও ফারহানা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী।

দুর্ঘটনায় আমিনুল হক, তার বাবা এনামুল হক এবং ছয় বছর বয়সী ছেলে সাদমান আহত হন।

ওসি মেহেদী হাসান জানান, চৌদ্দগ্রাম থেকে আমিনুল হকের পরিবার মাইক্রোবাসে কক্সবাজার বেড়াতে যাওয়ার পথে সকাল প্রায় ৯টার দিকে চট্টগ্রামগামী মার্সা পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হন এবং আরও পাঁচজন আহত হন।

আহতদের নিকটস্থ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক আরও ৩ জনকে মৃত ঘোষণা করেন। বাকিরা চিকিৎসাধীন বলে জানান ওসি।

চট্টগ্রামে বাস-ট্রাকের সংঘর্ষে একজন নিহত

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে উপজেলার আমিরাবাদের পুরাতন বিওসি এলাকায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তি ট্রাকের চালক। তাঁর নাম মো. আরমান (৪০)। তিনি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার পেয়ার ইসলামের ছেলে। দুর্ঘটনায় আরও অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, কক্সবাজারমুখী ট্রাকের সঙ্গে চট্টগ্রামমুখী হানিফ পরিবহনের যাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষ হয়। এ সময় দুটি গাড়ির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত চালককে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার কারণে ওই এলাকায় প্রায় এক ঘণ্টা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ ছিল। এতে মহাসড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

দোহাজারী হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক রুহুল আমিন প্রথম আলোকে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করেছে। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটি জব্দ করা হয়েছে। পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাকচালকের লাশ ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

চট্টগ্রামে অপহৃত ব্যক্তি এক মাস পর দামুড়হুদায় উদ্ধার

চট্টগ্রাম থেকে দীর্ঘ এক মাস পৃর্বে এক ট্রাক ড্রাইভার অপহরণ হওয়ার পর দামুড়হুদার পুরাতন বাস্তবপুর থেকে স্থানীয়রা হাতকড়া

অবস্থায় উদ্ধার করে দামুড়হুদা মডেল থানায় সৌর্পদ্য করেছেন।

অপহরণ হওয়া ব্যক্তি হলো আলমগীর হোসেন (৩১) চট্টগ্রাম জেলার বুজপুর থানার কাঞ্চনা গ্রামের ইউসুফ আলীর ছেলে। গত বুধবার সন্ধ্যা সাতটার সময় পুরাতন বাস্তবপুর থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। তার পরিবারের কেউ এখনো থানায় না আসায় তাকে থানা হেফাজতেই রেখেছেন পুলিশ।

এলাকাবাসী ও প্রত্যক্ষদর্শীর থেকে জানা যায়, গত ১৭/০৫/২৫ ইং তারিখে চট্টগ্রাম জেলার বুজপুর থানার কাঞ্চনা গ্রামের ইউসুফ আলীর ছেলে আলমগীর হোসেন চট্টগ্রামে ট্রাক থামিয়ে প্রকৃত ডাকে সাড়া দিয়ে পাশে গেলে একদল চক্র তাকে হাতে হাতকড়া পরিয়ে চোখ বেঁধে তাকে অপহরণ করে। পরে তাকে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে মুক্তিপণের দাবি করেন। মুক্তিপণ না দেওয়ায় তাকে ঐ অবস্থায় বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে আটক রাখে। পরে দামুড়হুদা উপজেলা পুরাতন বাস্তবপুর গ্রামে নিয়ে এসে ঘরে বন্দি করে রাখে।

গত ২৫/০৬/২৫ ইং তারিখে সন্ধ্যার সময় কেউ বাড়িতে না থাকায় আলমগীর হোসেন ঘর থেকে বেরিয়ে মেইন রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তার হাতে হাতকড়া পরানো দেখে স্থানীয়রা তাকে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত এখনো আলমগীর হোসেন থানা হেফাজতেই রয়েছেন। দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করলে এখনো পর্যন্ত তার পরিবারের কোনো লোকজন থানায় এসে পৌঁছায়নি। কেন তার পরিবার এখনও পর্যন্ত তাকে নিতে আসেনি এটা বোধগম্য নয়। তাহলে কি এর মধ্যে কোন রহস্য আছে এটাই ধারণা এলাকাবাসীর। এদিকে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ পুরাতন বাস্তবপুর থেকে দুজন মহিলাকে জিজ্ঞেসসাবাদের জন্য থানা হেফাজতে নেন। পরে জিজ্ঞেসাবাদ করে তাদেরকে ছেড়ে দেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবির সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, অপহরণ এক ব্যক্তিকে স্থানীয়দের মাধ্যমে উদ্ধার করা হয়েছে। ভিকটিমের পরিবারের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তার পরিবারের লোকজন আসলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

‘গান গেয়ে গেয়ে’ যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার ৩

চট্টগ্রাম নগরের পাঁচলাইশ থানার একটি ঘটনায় এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে, এবং পুলিশ তিনজনকে আটক করেছে।

মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) রাতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়, এ তথ্য জানিয়েছেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার কাজী মো. তারেক আজিজ।

সম্প্রতি এক ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে, এক যুবককে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে মারধর করা হচ্ছে। ভিডিওতে যুবকটির পরনে নীল গেঞ্জি ও জিন্স ছিল এবং তার চারপাশে কয়েকজন যুবক চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় গান গাচ্ছে। তাদের হাতে লাঠিও ছিল। পরে ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানায়, ঘটনা ঘটে ১৩ আগস্ট। ওই সময়ে থানায় পুলিশের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য, যা দুর্বৃত্তদের সুযোগ করে দেয়।

১৪ আগস্ট রাতে নগরের প্রবর্তক এলাকা থেকে ২৪ বছর বয়সী মো. শাহাদাত হোসেনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় শাহাদাতের চাচা মো. হারুন পাঁচলাইশ থানায় একটি মামলা দায়ের করেন, যেখানে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করা হয়েছে।

নিহত শাহাদাত নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি থানার পাঁচবাড়িয়া ইউনিয়নের নদনা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন এবং তিনি কোতোয়ালি থানার বিআরটিসি এলাকায় স্ত্রী শারমিন আক্তারের সঙ্গে বসবাস করতেন।

সুত্রঃ জাগো নিউজ ২৪

চট্টগ্রামে শেখ হাসিনা, নওফেলসহ ৩৪ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা

চট্টগ্রামের বহদ্দারহাট এলাকায় কোটা সংস্কার আন্দোলনে কলেজছাত্র তানভীর ছিদ্দিকী (১৯) নিহতের ঘটনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাছান চৌধুরী নওফেলসহ ৩৪ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা হয়েছে।

শুক্রবার (১৬ আগস্ট) রাতে নগরের চান্দগাঁও থানায় বাদী হয়ে এ মামলা দায়ের করেন নিহত ছাত্রের চাচা মোহাম্মদ পারভেজ।

এ নিয়ে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ছয়টি মামলা হলো। এর মধ্যে পাঁচটি হত্যা মামলা ও একটি অপহরণের। তানভীর হত্যা মামলাই চট্টগ্রামে প্রথম মামলা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে।

চট্টগ্রামের মামলায় অন্য আসামিরা হলেন- নগর আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক মশিউর রহমান চৌধুরী, ৪ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো. এসরারুল হক, জামালখান ওয়ার্ড কাউন্সিলর শৈবাল দাশ সুমন, চকবাজারের ওয়ার্ড কাউন্সিলর নুর মোস্তফা টিনু, নগর ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নুরুল আজিম রনি, নগর আওয়ামী লীগ নেতা বাবর আলী, যুবলীগ নেতা মো. কাইসার, মাহবুব আলম, মহেশখালী উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক তারেক বিন ওসমান শরীফ ও নোমান শরীফ।

আসামিদের মধ্যে আরও আছেন- নগর স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মহিউদ্দীন ফরহাদ, মো. দেলোয়ার, মো. জালাল, মো. ফরিদ, সিটি কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি মো. তাহসীন, সিটি কলেজ ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক হোসাইন অভি, এইচ এম মিঠু, নুরুল আলম প্রকাশ কালা বদা, আরিফ ইফতেকার রশিদ, ওসমান গণি, থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা ইলিয়াছ বাবুল, মাইনুল ইসলাম শরীফ, চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি মো. জিয়াউদ্দীন আরমান, যুগ্ম সম্পাদক মনির উদ্দিন, যুবলীগ নেতা মো. ফিরোজ, মোঃ জাফর, জাফর আলম, মনছুর আবেদীন, আবুল হাসনাত, মোহাম্মদ সুমন উদ্দীন, বাঁশখালী উপজেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক মিজান সিকদার, যুবলীগ নেতা মো. শোয়াইবসহ অজ্ঞাতনামা আরও ৪০-৫০ জন।

মামলার এজহারে বলা হয়েছে, আশেকান আউলিয়া ডিগ্রি কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী তানভীর ছিদ্দিকী গত ১৮ আগস্ট দুপুরে অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সমগ্র বাংলাদেশ ‘শাট-ডাউন’ কর্মসূচিতে অংশ নেয়। পাঁচলাইশ থানার মুরাদপুর এলাকা থেকে মিছিল নিয়ে নগরের চান্দগাঁও থানার বহদ্দারহাট কাঁচাবাজারের সামনে রাস্তায় শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করে।

এতে বলা হয়, পূর্বপরিকল্পিতভাবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান নওফেলের নির্দেশে ও হুকুমে বিকাল ৪টা ২০ মিনিটের দিকে মামলার ৩ থেকে ৩৪ নম্বর আসামিসহ অজ্ঞাত ৪০ থেকে ৫০ জন বহদ্দারহাট ওয়াপদা অফিসের দিক থেকে এসে শিক্ষার্থীদের ধারালো চাপাতি, কিরিচসহ মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারী তানভীর ছিদ্দিকীসহ অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে ইট-পাথর নিক্ষেপসহ এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ করে। এতে তানভীর গুলিবিদ্ধ হয় এবং কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীসহ অনেকেই গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় তানভীর ছিদ্দিকীকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন।

একই ঘটনায় একই সময়ে একই স্থানে গুলিবিদ্ধ হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হৃদয় চন্দ্র তরুয়া (২৩)। তিনি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ও বহদ্দারহাট কাঁচা বাজার মুদির দোকানের কর্মচারী পথচারী সাইমন প্রকাশ মাহিন চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

সূত্র: ইত্তেফাক

২২ জনের লাশ হস্তান্তর, অন্যদের ডিএনএ পরীক্ষা শুরু

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বেসরকারি বিএম কনটেইনার ডিপোতে বিস্ফোরণ ও আগুনের ঘটনায় নিহতদের মধ্যে ২২ জনের লাশ স্বজনদের

কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

রোববার রাত থেকে সোমবার সকাল ১০টা পর্যন্ত এসব লাশ হস্তান্তর করেছে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির এএসআই আলাউদ্দিন তালুকদার সোমবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এই ২২ জনের পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে। অন্যদের পরিচয় শনাক্তে ডিএনএ পরীক্ষা করবে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। সোমবার সকাল সাড়ে ৯টায় সংস্থাটির ফরেনসিক বিভাগ নিহতদের স্বজনদের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ শুরু করেছে। পরিচয় শনাক্তের পর লাশ হস্তান্তর করা হবে।

লাশ হস্তান্তর করা ২২ জন হলেন—হাবিবুর রহমান (২৩), রবিউল ইসলাম (১৯), মমিনুল হক (২৪), মহি উদ্দিন (২২), তোফায়েল ইসলাম (২২), আফজাল হোসেন, মো. সুমন (২৮), ইব্রাহিম হোসেন (২৭), ফারুক জমাদ্দার (৫০), মো. হারুন (৫৫), মো. নয়ন (২২), শাহাদাত হোসেন (২৯), শাহাদাত উল্লাহ মজুমদার, মো, রিদুয়ান (২৫), রানা মিয়া, তহিদুল হাসান, নাজিমউদ্দিন রুবেল, নিপন চাকমা, মিটু দেওয়ান, আলা উদ্দিন (৩৫), শাকিল তরফদার ও মো. মনিরুজ্জামান (২২)।

চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মমিনুর রহমান বলেন, ‘বিস্ফোরণ ও আগুনে মোট ৪৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে ৪১ জনের লাশ চমেক হাসপাতালে আছে। বাকি আট জনের লাশ বিভিন্ন হাসপাতালে রয়েছে। ২২ জনের পরিচয় শনাক্ত হওয়ায় স্বজনদের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।’

বাকি লাশের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহে নেতৃত্বে দিচ্ছেন চট্টগ্রাম সিআইডির এডিশনাল এসপি জাহাঙ্গীর আলম। তিনি বলেন, যেসব স্বজন দুর্ঘটনায় নিখোঁজ আছে দাবি করছেন, তাদের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। নিখোঁজের বাবা-মা, ভাই-বোন, কিংবা সন্তানদের মধ্যে যেকোনো দুজনের নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। যেসব লাশ শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি, সেগুলোর নমুনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে।’

চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি মো. আনোয়ার হোসেন জানান, ২২ জনের পরিচয় শনাক্ত হওয়ায় স্বজনদের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে। বাকিদের লাশ ডিএনএ পরীক্ষার পর হস্তান্তর করা হবে। তবে ডিএনএ রিপোর্ট পেতে প্রায় এক মাস সময় লাগবে। ততদিন এসব লাশ মর্গের ফ্রিজারে রাখা হবে।’

শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে বিএম ডিপোর একটি শেডে কনটেইনারে আগুনের সূত্রপাত হলে রোববার পর্যন্ত জ্বলতে থাকে।

আগুনে সীতাকুণ্ডে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পূর্বপাশে কেশবপুর গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে গড়ে উঠা বিএম কনটেইনার ডিপো পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে।

ডিপো থেকে একের পর এক বের করে আনা হয় লাশ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে মৃতের সংখ্যা। শুরু হয়ে যায় স্বজনের দৌড়ঝাঁপ-ছোটাছুটি। ঘন ঘন অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে গোটা পরিবেশ।

স্মরণকালের ভয়াবহ এ অগ্নিকাণ্ডে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের কেশবপুরে বেসরকারি কনটেইনার ডিপো পরিণত হয় মৃত্যুপুরীতে।

দুর্ঘটনা তদন্তে ছয় কমিটি: বিএম ডিপোর অগ্নিদুর্ঘটনা তদন্তে একাধিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজ, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, ফায়ার সার্ভিস পৃথক তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।